টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট

ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত

(দাদাঠাকুর)

Regd No. C. 853

খাঁটি

উলের

নেইকো জুড়ি

শীতের পোষাক

আজই করি

প্রসিদ্ধ মিলের নানা রংএর নানা ধরণের

খাঁটি উলের একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

খেলা ঘর

রঘুনাথগঞ্জ।

৫৮-শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৭শে পৌষ বুধবার, ১৩৭৮ ইং 12th Jan. 1972 | ৩১শ সংখ্যা

সম্পাদকীয় :

॥ জয়তু বঙ্গবন্ধু ॥

জয়তু বঙ্গবন্ধু! বাংলায়, সোনার বাংলায়, স্বপ্ন-সাধের বাংলায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ফিরিয়া আসিয়াছেন। রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা যে কী জিনিস, তাহা বাংলাদেশের মানুষ, বাংলার কৃষক, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র-শিক্ষক, গৃহস্থ, কুলবধূ—সকলেই নানা ক্ষয়ক্ষতি, নানা ত্যাগের মধ্য দিয়া বুঝিয়াছেন। তাঁহারা ফিরিয়া পাইয়াছেন এই **স্বাধীনতার অগ্রদূত**, একটি **জাতির জনক**, একটি **জাতির প্রাণসত্তা**, বাংলার **'জনগণঐক্যবিধায়ক'** বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে।

দাম্ভিক পশুশক্তি ন্যায় ও সত্যের পূজারীকে দলিত মথিত করিয়া আপন পাশব প্রবৃত্তির চরিতার্থতা চাহিয়াছিল; কিন্তু পারিল না। যে প্রবল আত্মিক শক্তিতে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া শেখ মুজিবর পাক-কারার অন্তরালে সুদীর্ঘ নয় মাস কাটাইয়াছেন, যাঁহাকে নানাভাবে বশ মানাইতে পশুশক্তি চেষ্টার ত্রুটি করে নাই, যাঁহার জন্য ফাঁসির মঞ্চ ও কবর একই সঙ্গে প্রস্তুত হইয়াছিল, যিনি মৃত্যুর প্রহর গণিয়াও নতি স্বীকার করেন নাই, তাঁহাকে শেষ পর্যন্ত ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে ভুট্টোশাহী। ত্যাগের মহিমায় যিনি উজ্জ্বল, চিত্ত যাঁহার পরিশুদ্ধ, অগ্নিতেজে যিনি দীপ্ত, সংগ্রাম যাঁহার ন্যায়ের পথে, সঙ্কল্প যাঁহার পবিত্র ও অটল—তাঁহাকে আটকাইবে কে? তবু শঙ্কা অনুভব করিয়াছিলাম। শুনিলাম, এক অজ্ঞাত পরিচয় বিমান রাওয়ালপিণ্ডি হইতে বঙ্গবন্ধুকে লইয়া কোনও এক অজ্ঞাত স্থানে যাত্রা করিয়াছে। ভাবিতে বাধ্য হইয়াছিলাম, কুচক্রীর দল আর কী কুমতলব সিদ্ধ করিতে চলিয়াছে। স্বস্তি বোধ করিলাম যখন শুনিলাম বঙ্গবন্ধু লণ্ডনে এবং শীঘ্রই তিনি স্বদেশে ফিরিবেন।

বঙ্গবন্ধু ফিরিয়া আসিলেন প্রথমে ভারতে, তারপর স্বদেশে। ভারতে আসিয়া তিনি ভারতের জনগণের হার্দিক অভিনন্দন ও শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন। এই

— পর পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রচণ্ড শব্দে বোমা বিস্ফোরণ —মাঠের মধ্যে মানুষের ৩টি বিচ্ছিন্ন আঙ্গুল

গত ১০ই জানুয়ারী গভীর রাত্রে ফরাক্কা থানার বেওয়া ধরমপুর অঞ্চলের মাঠে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয়। ১১ তারিখ সকালে উক্ত অঞ্চলের রাখালেরা মাঠে কয়েকটি তাজা বোমা দেখতে পায়। অসাবধানে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে বোমা বিস্ফোরণে তিন জন রাখাল গুরুতর আহত হয়। পুলিশ পরে তদন্ত করতে গিয়ে ঘটনাস্থলে তিনটি বিচ্ছিন্ন আঙ্গুল কুড়িয়ে পায়। কিন্তু এই আঙ্গুলগুলি রাখালদের নয়। আঙ্গুলগুলি পুলিশ কর্তৃপক্ষ স্পিরিট ফরমোলিনে প্রিজার্ভ করে 'ফিঙ্গার প্রিন্টিং ব্যুরো'তে পাঠাচ্ছেন। এ আঙ্গুল কোন দাগী আসামীর বলে পুলিশের সন্দেহ।

ডাকাতি—লুঠ—গৃহস্বামীর বন্দুকের আওয়াজে দুর্বৃত্তদের পলায়ন

গত ৭ই জানুয়ারী রাত্রি ৮৷৷০ টার সময় সুতী থানার জেহেলীনগর গ্রামের সুবোধ দাসের বাড়ীতে এক দুঃসাহসিক ডাকাতি হয়ে গিয়েছে। ডাকাতেরা সংখ্যায় ১৫।২০ জন ছিল। বন্দুক, বোমা ইত্যাদি নিয়ে তারা আক্রমণ করে। প্রকাশ, সে সময় গৃহস্বামীসহ বাড়ীর লোকেরা রেডিওতে নাটক শুনছিলেন। হঠাৎ তাঁদের গৃহেই নাটকের বিয়োগান্ত দৃশ্য আরম্ভ হয়। দুর্বৃত্তরা যখন সুবোধ-বাবুর ভাই লক্ষ্মীবাবুকে মারধোর করছিল সে সময় দুর্বৃত্তদের চোখে ফাঁকি দিয়ে সুবোধবাবু দোতলায় প্রবেশ করে ছাদ থেকে ফায়ার করেন। বন্দুকের আওয়াজে ডাকাতেরা ভয়ে পালিয়ে যায়। তারা তিনটি ঘড়ি ও নগদ বারশো টাকা নিয়ে যায় বলে প্রকাশ। এই ব্যাপারে পুলিশ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে। তদন্ত চলছে।

সম্পাদকীয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শ্রদ্ধা শুধু ব্যক্তি মুজিবকে নয়, এই শ্রদ্ধা একটি স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী দেশের **হৃৎস্পন্দনকে, প্রাণপুরুষকে।** তিনি সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর **মুজিব ভাই** এবং ভারতবাসীরও। মুজিব বলিয়াছিলেন প্রতিটি ঘরে দুর্গ গড়িয়া তুলিতে, যাহার যাহা কিছু আছে তাহা দিয়া লড়াই করিতে, অন্যায়ের কাছে নত না হইতে। তাঁহার সেই নির্দেশ বাঙ্গালী পালন করিয়াছে। লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী আত্মদান করিয়াছে যুদ্ধক্ষেত্রে; হিংসা ও লালসার ইন্ধন হইয়াছে গ্রামে-গঞ্জে-নগরে-বাজারে। এই ডাক রক্ত দিলে স্বাধীনতা মিলিবে—সেই ডাক যাহা একদিন 'জয় হিন্দ'-মন্ত্র উদ্‌গাতা মাতৃমন্ত্রী নেতাজী সারা ভারতকে শুনাইয়াছিলেন। বৃটিশের কোন শক্তি এই অগ্নিতেজা পুরুষকে দাবাইতে পারে নাই। 'জয় বাংলা'-মন্ত্র উদ্গাতা শেখ মুজিবর এমনি এক জলন্ত দেশপ্রেম ও তেজে মহীয়ান্।

ঢাকার রেস কোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু কত লক্ষ লোকের আন্তরিক শ্রদ্ধা-ভক্তি-প্রীতি-ভালবাসা লাভ করিলেন, তাহা সংখ্যায় সীমায়িত করা যায় না। শুধু বলা যায়, একটি জনপ্লাবন, উদ্বেলিত এক বিশাল জনসমুদ্র। মঞ্চ হইতে সেই একই সুপরিচিত বজ্রনির্ঘোষ মানুষ শুনিল। আর আবেগ-কম্পিত স্বরে **'ভাইয়েরা আমার'** বলিয়া তিনি সকলকে যেন আপন বুকে টানিয়া লইলেন। অশ্রু-বর্ষণও করিয়াছেন বঙ্গবন্ধু। সাড়ে সাত কোটি সাথীর সঙ্গে পুনর্মিলনের অশ্রু, না সোনার বাংলার যে দশা পিশাচেরা করিয়াছিল, সেই ব্যথার অশ্রু? ১০ই জানুয়ারীর দৃঢ়-দৃপ্ত ঘোষণায় বঙ্গবন্ধু যাহা বলিয়াছেন, স্বাধীনতার পূজারী প্রতিটি বাঙ্গালী তাহা অক্ষরে অক্ষরে মানিয়া চলিবে। সেই দিনই তিনি দেশগঠনের এক নূতন অভিযানের কথা আমাদের জানাইয়া দিয়াছেন। তিনি ডাক দিয়াছেন সর্বশ্রেণীর বাঙ্গালীকে—কৃষক-শ্রমিক-বুদ্ধিজীবী-ছাত্র-শিক্ষককে যাহারা ঘুষ লইবে না, চুরি-রাহাজানি করিবে না, যাহারা দেশকে গড়িয়া তুলিতে স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে নিরলস রহিবে। প্রত্যেক বাঙ্গালী উদরপূর্তি আহার ও পরিধানের বস্ত্র পাইবে। ইহাই নূতন অভিযানের প্রথম পদক্ষেপ, সমাজতান্ত্রিক বাংলার প্রথম কথা। বাংলার এই স্বাধীনতা যে অবর্ণনীয় দুঃখকষ্টবরণের স্বাধীনতা—মরণপণে অর্জিত স্বাধীনতা! আপোষী স্বাধীনতা ইহা নয়। কাজেই ইহা অত্যন্ত সাধের ও যত্নের ধন।

১০ই জানুয়ারীর ভাষণে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে, ভুট্টো সাহেব তাঁহার পাকিস্তান লইয়া থাকুন, বঙ্গবন্ধু তাঁহার স্বাধীন বাংলাদেশ লইয়া থাকিবেন। তিনি সতর্কও করিয়া দিয়াছেন যে, পাকিস্তান যদি কোন বহিঃ-শত্রুর সহায়তাপুষ্ট হইয়া বাংলার স্বাধীনতা হরণের প্রয়াসী কোনও দিন হয়, সেই দিন সে সংগ্রামের সেনাপতি হইবেন **মুজিবর রহমান।** ভুট্টো যে বঙ্গবন্ধুকে বলিয়াছিলেন কোনও রকমে পাকিস্তানের সঙ্গে একটা সম্বন্ধ রাখা যায় কিনা দেখিতে, তাহা ঢাকার রেস কোর্স ময়দানের ঘোষণায় উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

বাংলাদেশের প্রাণপ্রিয় শেখ মুজিবর আজ পৃথিবীর প্রতিটি স্বাধীনতাকামী জাতির পরমশ্রদ্ধেয়। তিনি **ভারতপ্রিয়।** আমরা বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘসুস্থ জীবন কামনা করিতেছি। **জয়তু শেখ মুজিব।**

ট্রাক চাপা পড়ে মৃত্যু

সম্প্রতি সমসেরগঞ্জ থানা এলাকায় ৩৪নং জাতীয় সড়কের উপর মিলিটারী ট্রাকে চাপা পড়ে একজন লোক মারা যায়। পুলিশ ট্রাক সমেত চালককে গ্রেপ্তার করে।

* * *

গত ১০।১।৭২ তারিখ বিকেলের দিকে ফরাক্কা ব্যারেজ টাউনে অনুরূপ দুর্ঘটনায় একজন মারা যায়।

সবুজের অভিযানে সৈনিক-কৃষাণ

জীবনের রণাঙ্গনে প্রতিটি মানুষকেই বীর সৈনিকের মত যুদ্ধ করে আপন লক্ষ্যে পৌঁছতে হয়। সমাজ জীবনে কখনও সে দেশের সীমান্তরক্ষাকারী বীর যোদ্ধার পদ ভূষিত করে, কখন বা সে অন্নদাতা কৃষকের ভূমিকায় মাঠে মাঠে নেমে পড়ে ফসল ফলানোর অভিযানে। প্রাণকে নিরাপদে রক্ষার জন্য জীবনের দুই সীমান্তে তাই কৃষক ও সৈনিকের মিলিত অবস্থান এত সুন্দর ও মহান্।

দেশের হাজার হাজার প্রাণরক্ষার জন্য সৈনিকের মত কৃষকের অবদানও যে কম গুরুত্বপূর্ণ নয় একথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন ব্রিগেডিয়ার ঘাসিরাম, তাই ভারতীয় সেনাদল থেকে অবসর নেওয়ার পর কৃষি কাজের মাধ্যমেই তিনি নিজের কর্মক্ষমতা বাঁচিয়ে রাখার ব্রত গ্রহণ করেছেন।

গত ত্রিশ বৎসর যাবৎ ব্রিগেডিয়ার ঘাসিরাম যে নিষ্ঠা নিয়ে সেনাবাহিনীতে বিগ্রেডিয়ারের পদ ভূষিত করে এসেছেন, আজ সেনানায়কের কর্মথেকে অবসর নেওয়ার পরও তিল মাত্র তাঁর সেই অটল নিষ্ঠা এবং কর্ম্মোত্তমতার ব্যতিক্রম ঘটেনি। তাই ভরতপুরের ৫০ একর পতিত জমিতে ব্রিগেডিয়ারের খামার বাড়ীটি এখন শস্যশ্যামলরূপ ধারণ করেছে। দিল্লীর মাত্র ১৫০ কিলোমীটার দূরে ভরতপুরের এই কৃষি-খামারটি সত্যিই আজ নানাদিক থেকে উন্নতি লাভ করেছে।

ব্রিগেডিয়ারের খামারে সাধারণতঃ উন্নত মানের বীজ শস্যই উৎপন্ন হয়ে থাকে। এখানে সংকর বাজরা, বেঁটে জাতের উচ্চফলনশীল গম, সরিষা এবং অন্যান্য ফসলেরও বীজ উৎপাদন করা হয়। তাছাড়া ভরতপুরের আশপাশের গ্রামগুলি থেকে চাষী ভাইরা এই খামারে এসে ফসলের মান বাড়িয়ে তোলার জন্য নানা রকম পরামর্শ ও নির্দেশ গ্রহণ করে। আর কৃষি কাজের সুবিধার জন্য তিনি চাষবাস সম্বন্ধে বিভিন্ন রকম পত্রপত্রিকার একটি পাঠাগার স্থাপন করেছেন। উদ্দেশ্য, প্রতিবেশী চাষীভাইরা যাতে দেশবিদেশের গবেষণালব্ধ তথ্য-গুলি সহজে অবগত হয়ে নিজেদের প্রয়োজনে লাগাতে সমর্থ হয়। শ্রীঘাসিরামের খামারে উৎপন্ন বীজের গুণগত মান উঁচু হওয়ার ফলে সারা দেশে আজ তার চাহিদা ছড়িয়ে পড়েছে। ন্যাশানাল সীড করর্পোরেশন এই খামারে উৎপন্ন বীজের একজন নিয়মিত ক্রেতা।

ব্রিগেডিয়ার ঘাসিরামের ২১ বছরের ছেলে শ্রীরামপ্রতাপও বাবার যোগ্য ছেলের মত খামারের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য এগিয়ে এসেছেন। জাতীয় সংকটকালে দেশকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পিতা-পুত্রের এই মিলিত প্রচেষ্টা সমগ্র দেশ-বাসীর কাছে চিরকাল দেশহিতৈষণার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে গণ্য হবে। এফ, আই, ইউ,

---

THE FOOD CORPORATION OF INDIA.
OFFICE OF THE DISTRICT MANAGER.
MURSHIDABAD. P. O. KHAGRA.

SHORT TENDER NOTICE

Sealed Tenders in double sealed cover (both the covers to be addressed to the District Manager, Food Corporation of India, Murshidabad) are invited from experienced and bonafide persons/firms having suitable godowns with approximate capacity of 1000 M. T. for storing foodgrains (including dal/potato/mustard seeds etc.) and gunnies to work as Storing Agent at or near about the following places, preferably on the main road.

a) Bhagwangola in Bhagwangola P. S.
b) Beldanga in Beldanga P. S.
c) Amtala in Nowda P. S.
d) Islampur Chak in Raninagar P. S.
e) Lalbagh in Murshidabad P. S.
f) Jiaganj in Jiaganj P. S.
g) Raghunathganj in Raghunathganj P. S.

DISTRICT-MURSHIDABAD

Separate Tender should be given for each point by the tenderers.

Tender forms with full details can be had on payment of Rs. 15/=per set in cash from the office of the District Manager, Food Corporation of India, Murshidabad between 11 A. M. and 2 P. M. every working day (excepting Saturday) up to 1st February, 1972.

Tenderers should specifically mention the location and capacity of their godowns and show proof of their possession of the godowns. They should furnish Rs. 1000/=as earnest money in the form of Demand Draft/Deposit at Call Receipt on State Bank of India/Scheduled Bank in favour District Manager, Food Corporation of India, Murshidabad.

Tenders along with earnest money should reach the District Manager, Food Corporation of India, Murshidabad before 2 P. M. on the 2nd February, 1972 and will be opened at 3 P. M. on the same day by the District Manager in presence of those of the tenderers or their authorised representatives who may be present at the time of the opening of the tenders.

Successful tenderers will have to execute an agreement in the model form with the F. C. I. and furnish a security deposit of Rs. 10,000/=in approved securities duly pledged.

District Manager, Food Corporation of India, Murshidabad reserves the right to accept or reject any or all the tenders without assigning any reason.

(P. K. Gupta) District Manager.
Food Corporation of India, Murshidabad.

Ref. No. F/10 72/1(78) dt. 3. 1. 72.

প্রতিবাদ-পত্র

জঙ্গিপুর সংবাদের সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

মহাশয়, আপনার ১৩ই পৌষ, ১৩৭৮ ইং ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৭১ তারিখের পত্রিকায় "বাসি দৈনিক সংবাদপত্র সরবরাহ আর কতদিন চলবে?" শীর্ষক সংবাদটি পড়লাম। অভিযোগটি প্রকাশ করে সংবাদপত্র পাঠক সাধারণের নিকট আমার বক্তব্য রাখবার সুযোগ করে দেওয়ায় আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। আপনার পত্রিকার পরিসরের কথা চিন্তা করে অতি সংক্ষিপ্ত ভাবেই আমি দু'চারটে কথা বলবো। দয়া করে আপনার বহুল-প্রচারিত পত্রিকায় প্রকাশ করলে বাধিত হবো।

প্রথমতঃ "ট্রেণ ঠিক সময়ে না আসার জন্য" বা "ট্রেণ লেট" অজুহাত দেখিয়ে আমার হকাররা পরদিন সকালে বাসি কাগজ বিলি কোরছে এই ধরণের অভিযোগ ভিত্তিহীন। ৩৩৩নং আপ ট্রেণই একমাত্র ট্রেণ যাতে জঙ্গীপুর ষ্টেশনে বিকেল নাগাদ কাগজ আসে। এই ট্রেণটি যে দীর্ঘদিন ধরে ঠিক সময়ে আসে না তা সকলেই জানেন। ২।৩ ঘণ্টা লেট একরকম নিত্যনৈমিত্তিক স্বাভাবিক ব্যাপার। তবুও যাহোক ট্রেণটি লেট এলেও দিনের দিন কাগজ দেওয়া হয়ত কোনরকমে সম্ভব হতো। কিন্তু গত ১২ই ডিসেম্বর থেকে ঐ একমাত্র ট্রেণটিও বাতিল হয়ে যাওয়ায় সম্প্রতি গভীর রাতে গয়া প্যাসেঞ্জারে কাগজ আসছে ইহাও বোধ হয় সকলে জানেন। কাজেই তারপর দিন সকাল ছাড়া কাগজ বিলি করা আর কোন রকমেই সম্ভব নয় ইহা সহজেই অনুমেয়। সুতরাং বাসি কাগজ সরবরাহ করা কতদিন চলবে—এর উত্তর রেলকর্তৃপক্ষই বোধ হয় ঠিকমত দিতে পারবেন, আর পারবেন পত্রিকা অফিসগুলি যদি তাঁরা ঠিকমত ট্রেণে কাগজ পাঠাতে না পারেন।

বাসি কাগজ পড়তে বাধ্য হওয়ায় পাঠক সাধারণের সহিত আমরা নিজেরাও অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। প্রসঙ্গতঃ আমরা সকলকে জানাতে চাই যে এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য একমাত্র বিকল্প হিসাবে অনেক আগেই আমরা নর্থ বেঙ্গল ষ্টেট বাস সার্ভিস মারফতে কাগজ পাঠানোর জন্য পত্রিকা অফিস-গুলিকে অনুরোধ করেছি কিন্তু সে অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব নয় বলে তাঁরা বাতিল করে দিয়েছেন।

যা হোক পাঠক সাধারণের ক্ষোভ ও অসুবিধার কথা চিন্তা করে আমরা পুনরায় দ্বিতীয় দফায় তাঁদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করেছি। পাঠক সাধারণের নিকটও আমাদের অনুরোধ তাঁরাও যেন আমাদের সহিত একযোগে পত্রিকা অফিসগুলির উপর ষ্টেট বাসে কাগজ পাঠানর জন্য চাপ দেন।

দ্বিতীয়তঃ অনেকে ঠিকমত কাগজ পান না বিশেষ করে রবিবারের সংখ্যাটি আমার হকাররা ঠিকমত দেন না বলে যে অভিযোগ করা হয়েছে তার একটা বিশেষ কারণ হতে পারে এই যে প্রায় প্রত্যেক দিন বিভিন্ন কাগজের প্যাকেট ছিঁড়ে বেশ কিছু সংখ্যক কাগজ রেলে বের করে নেওয়া হচ্ছে এবং অনেক সময় প্যাকেট শুদ্ধ কাগজও উধাও হচ্ছে। এর ফলে কাগজের ঘাটতি পড়ায় নিয়মিত গ্রাহকের মধ্যে কেউ কেউ সবদিন কাগজ পাচ্ছেন না। আমরা এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রত্যেকদিনই স্থানীয় ষ্টেশন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসছি কিন্তু কোন ফলই হচ্ছে না। আমরা এরও প্রতিকারের জন্য জনসাধারণের সহযোগিতা কামনা কোরছি।

তৃতীয়তঃ অমৃত, দেশ ইত্যাদি না দিয়ে দাম আদায়ের চেষ্টা আমার হকাররা করে বলে যে অভিযোগ করা হয়েছে সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে পত্রিকা ঠিকমত না পেলে তাঁরা যেন দয়া করে সঙ্গে সঙ্গে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং আমার সঙ্গে আলোচনা করে তাঁরা তাঁদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাঁরা অযথা ক্ষতিগ্রস্ত হন ইহা তাঁহারাও যেমন চান না আমিও ঠিক তেমনই চাইব না।

সবশেষে আমার নিবেদন আমি জনসাধারণের সেবা করার মনোভাব নিয়েই আজ দীর্ঘদিন থেকে পত্রিকা সরবরাহের দায়িত্ব পালন করে আসছি। হয়ত এর মধ্যে আমার নিজের বা আমার হকারদেরও কোন ভুলত্রুটি হয়ে থাকতে পারে তবে তা সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত এবং তাও সহৃদয়তার সহিত বিবেচনা করতে এবং সবরকম অব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিকার করার ব্যাপারে সহযোগিতা করতে পাঠক সাধারণের কাছে আমি আবেদন জানাচ্ছি। অভিযোগগুলি তাই আপনার দপ্তরকে ভারাক্রান্ত না করে সরাসরি আমার নিকট উপস্থাপিত করতেও পাঠকমহোদয়গণকে অনুরোধ জানাই যাতে সময়মত এর প্রতিকারের জন্য আমি চেষ্টা করতে পারি। ইতি বিনীত—শ্রীগঙ্গাধর সিংহ রায়।

(এই সম্বন্ধে আগামী সংখ্যায় আলোচ্য। —সম্পাদক)

মুজিব মুক্তি দিবস পালন

গত ১০।১।৭২ জঙ্গিপুর মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপক-ছাত্রছাত্রীদের উদ্যোগে মুজিব মুক্তি দিবস পালন করা হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর। সভায় অধ্যাপক ক্ষিতিরঞ্জন মজুমদার ও ছাত্রদের মধ্যে চিত্তরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, দিলীপ সিংহ ও প্রত্যর্পণ সিংহ রায় স্বাধীন বাংলা দেশের উপর ভিত্তি করে নানা আলোচনা করেন।

ক্রীড়া-সংবাদ

আগামী ৩০শে জানুয়ারী এবং ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২ রঘুনাথগঞ্জ রোড্-রেস্ এ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত জঙ্গিপুর সাবডিভিসনাল স্পোর্টস্ এবং ৭ম বার্ষিক রাস্তা দৌড় প্রতিযোগিতা যথাক্রমে অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত প্রতিযোগিতাগুলিতে অংশ গ্রহণের শেষ তারিখ যথাক্রমে ২৩শে জানুয়ারী এবং ৪ঠা ফেব্রুয়ারী। বিস্তারিত বিবরণ কেন্দ্র :— রঘুনাথগঞ্জ রোড রেস্ এ্যাসোসিয়েশন, C/o. যুঁই সাইকেল ষ্টোরস্, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, (মুর্শিদাবাদ)

বাড়ী বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ তরিতরকারী বাজারের সন্নিকটে সদর রাস্তার উপর একখানি তৈয়ারী বাড়ী ও ঘোড়শালা মৌজার জমি বিক্রয় হইবে। ক্রয়েচ্ছুক ব্যক্তিগণ নিম্নে যোগাযোগ করুন।

শ্রীবিনয়ভূষণ ঘোষ
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA,J.K-84.B

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।